কচু চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসলের জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি মুখীকচু-১

জনপ্রিয় নাম : বিলাসী, ছড়াকচু, দুলিকচু, বিন্নিকচু, গুড়াকচু।

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : রুপান্তরিত কান্ড বা মুখী বীজ হিসাবে ব্যবহার হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারী লম্বা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ কেজি - ৪ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য মাঘ-মধ্য ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী)।

ফসল তোলার সময় :

বীজ রোপণের ৭-৯ মাস পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মুখীকচু-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : রুপান্তরিত কান্ড বা মুখী বীজ হিসাবে ব্যবহার হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খাড়া, মাঝারি আকার, পাতা ও পত্রফলকের সংযোগস্থল সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩ কেজি - ৪ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য মাঘ-মধ্য ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী)।

ফসল তোলার সময় :

বীজ রোপণের ৭-৯ মাস পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

পুষ্টিমান :

মুখী কচুতে ৬৪ গ্রাম জলীয় অংশ রয়েছে। ২৬৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি রয়েছে। তাছাড়া নানাবিধ পুষ্টিগুন যেমন খনিজ পদার্থ, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : পোকামাকড় ও রোগমুক্ত বীজ নির্বাচন।

ভাল বীজ নির্বাচন :

ভালো বীজ পুষ্ট, কাঙ্ক্ষিত আকারের, সম আকাররে দানা, উজ্জ্বল রঙ, চটামুক্ত, বিশুদ্ধ পরিছন্ন, পোকামাকড় ও রোগমুক্ত, শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন, অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পর্দাথমুক্ত, অন্য বীজের মিশ্রণমুক্ত বীজ নির্বাচন করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন হয় না।

বীজতলা পরিচর্চা : প্রযোগ্য নয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

বর্ণনা : মুখীকচুর জন্য মাটি গভীরভাবে ৪টি চাষ দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়।

চাষপদ্ধতি :

রোপণ পদ্ধতিঃ

একক সারি পদ্ধতিঃ উর্বর মাটির জন্য লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২৪ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি । অনুর্বর মাটির বেলায়লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ২৪ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১ ফুট ৪ ইঞ্চি রাখতে হয়।

ডাবল সারি পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ৩০ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৪ ইঞ্চি বেশি উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আড়াই ফুট দূরে দূরে লম্বালম্বি দাগ টানতে হয়। এই দাগের উভয় পাশে ৪ ইঞ্চি দূর দিয়ে ২৪ ইঞ্চি পর পর বীজ লাগিয়ে যেতে হয়। এতে দুই লাইনের

মধ্যে দূরত্ব ২২ ইঞ্চি এবং এক সারির দুই লাইনের মধ্যে দুরত্ব হয় ৮ ইঞ্চি। এই পদ্ধতিতে বীজ লাগালে ফলন প্রায় ৪০-৫০% বেড়ে যায়। দুই সারির ৩ টি বীজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতকপ্রতিসার
কম্পোস্ট	৫০-৬০ কেজি
ইউরিয়া	১.২০-১.৪০ কেজি
টিএসপি	০.৬১-০.৮১ কেজি
পটাশ	১.২০-১.৪০ কেজি
জিপসাম	০.৪-০.৫৩ কেজি
দস্তা	০.০৪-০.০৬ কেজি

বোরন	০.০৪-.০৫ কেজি

সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা ও বোরণ সার এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার জমি তৈরির আগে শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৩৫-৪০ দিন এবং ৬৫-৭৫ দিন এর মধ্যে পার্শ্বে প্রয়োগের মাধ্যমে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বর্ণনা : মুখী কচুর উচ্চ ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

মুখী কচু খরা মৌসুমে লাগানো হলে বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য তো বটেই প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে মাটির প্রকারভেদে ১০-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে সেচ দেয়ার দরকার পড়ে না তবে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মুখী কচুর উচ্চ ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

জমি ভালভাবে নিড়ানি দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : বিভিন্ন মিডিয়ায় আবহাওয়া বার্তা শুনে।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দেয়ার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

পোকার নাম : কচুর পাতা মোড়ানো পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। গায়ের রঙ বাদামি এবং আড়াআড়ি ভাবে ২-৩ তা দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : গাছের পাতা লম্বালম্বি ভাবে মুড়িয়ে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়। বেশী ক্ষতি হলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ডারসবান ২০ ইসি বা পাইক্লোরেক্স ২০ ইসি ২০ মিলিলিটার) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ফাইফানন ২৫ মিলিলিটার)১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

ক্ষেতে ডালপালা পুতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : কচুর জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।

দমন ব্যবস্থা : জৈব বালাইনাশক (নিম্বিসাইড) ব্যবহার করুন।

আক্রমণের পর্যায় : ফল পরিপক্ব

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

রোগের নাম : কচুর পাতায় দাগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতায় বাদামি রংয়ের দাগ পড়ে এবং তা পরে সাদা হয়ে যায়। দাগগুলো একত্র হলে সম্পূর্ণ পাতাটি নষ্ট হয়ে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি লাউ চাষ করুন। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : কচুর ঝলসানো রোগ/ স্ট্যামফাইলিয়াম ব্লাইট

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : স্ট্যামফাইলিয়াম প্রজাতির ছত্রাক।

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ বাদামি রঙ ধারণ করে। শেষ পর্যায়ে সমস্ত গাছ কালচে বাদামি রঙ ধারণ করে, পড়ে গাছ ঝলসে পোড়ামতন দেখায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্টকরণ। পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার। আক্রমণ দেখামাত্র ম্যানকোজেব প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত জমি থেকে বীজ না রাখা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : মুখি কচু ৬-৯ মাসের ফসল। কন্দ রোপনের ৬ মাস পর সেপ্টেম্বর (মধ্য ভাদ্র) মাসে আগাম ফসল তোলার উপযোগী। এরপর গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ ও গাছ ধীরে ধীরে মারা গেলে মুখি কচু তুলতে হয়। কোদাল দিয়ে মাটি খুড়ে মুখী সংগ্রহ করা হয়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ফসল তেলার আগে রোগাক্রান্ত, অফটাইপ ও অবাঞ্চিত গাছ বাছাই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

ফসল তোলার পর, পরিপক্ক বীজ রোদে শুকিয়ে নিন। রোদে শুকানোর সময় বীজে যাতে অবাঞ্চিত কিছু না মিশে বা বৃষ্টির পানি না পায় তা লক্ষ রাখুন।

সংরক্ষণ : প্লাস্টিক/টিনের ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ১০% আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ করুন।। বীজ পাত্র ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন। প্রতি ১০০ কেজি বীজে ১ টি ফসটকসিন বড়ি ব্যবহার্য। শুকনা নিমপাতার গুড়া বীজপাত্রের মুখে দিয়ে মুখ বন্ধ করা যায়। এতে গোলাজাত পোকার আকমেণ কম হয়। বীজ ভালোভাবে রোদে শুকয়িে র্আদ্রতার পরমিাণ আনুমানকি ১০% এর নীচে রাখতে হব।ে তারপর টনিরে পাত্র ও পলথিনিসহ চটরে ব্যাগ অথবা আলকাতরার প্রলপে দওেয়া মাটরি পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদনের স্তর সমূহ: জাত নির্বাচন, বীজ শোধন, জমি নির্বাচন, বীজ বপন, মাঠ পরিদর্শন, পরিচর্যা, পৃথকীকরণ দূরত্ব বজায় রাখা, আগাছা ও অনাকাঙ্ক্ষিত গাছ (রোগাক্রান্ত, অফটাইফ) বাছাই, চারা পাতলাকরণ, সঠিক সময়ে ফসল কর্তন, মাড়াই ও বীজ শুকানো।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ সংরক্ষণ:

প্লাস্টিক/টিনের ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ১০% আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ করুন। বীজ পাত্র ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন। প্রতি ১০০ কেজি বীজে ১ টি ফসটকসিন বড়ি ব্যবহার্য। শুকনা নিমপাতার গুড়া বীজপাত্রের মুখে দিয়ে মুখ বন্ধ করা যায়। এতে গোলাজাত পোকার আক্রমণ কম হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত বীজ ডিলার। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী কৃষক।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বীজের মূল্য: প্রতি কেজি ১৫০-১৭৫ টাকা। পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। সারের প্রতি কেজি মূল্য ইউরিয়া:১৬.০০, টিএসপি: ২২.০০, ডিএপি: ২৫.০০, এমও পি: ১৫.০০, জিপসাম: ৫.০০১০.০০ (পরিবর্তনশীল), দস্তা সার: ৫০.০০-৮০.০০। গোর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ হয়। অনুজীব সার বিনায় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/১২/২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : নিড়ানি

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত

যন্ত্রের উপকারিতা :

নিড়ানিতে প্রয়োজন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : কাস্তে

যন্ত্রের ধরন : ফসল কাটা

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত

যন্ত্রের উপকারিতা :

ফসল কাটায় লাগে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার স্প্রে

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রের ক্ষমতা : শক্তিচালিত

যন্ত্রের উপকারিতা :

দক্ষতার সাথে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক হস্ত চালিত স্প্রেয়ার থেকে অল্প সময়ে(৫গুণ) অধিক পরিমাণ জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

বেশ কয়েক বছর অন্য ফসলের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : চাষাবাদের পর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে রক্ষণাবক্ষেণ এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহার উপযোগীকরণ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : হেন্ড স্প্রে

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত

যন্ত্রের উপকারিতা :

দক্ষতার সাথে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

কয়েক বছর অন্য ফসলের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : চাষাবাদের পর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে রক্ষণাবক্ষেণ এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহার উপযোগীকরণ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

চটের বস্তা/বাঁশের খাচাতে করে সাধারনত পরিনহন করা হয়।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান / গরুগাড়ী / ট্রাকটোর এর মাধ্যমে পরিবহন করা হয়ে থাকে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।